



92748 - রমজান মাসের আগমন উপলক্ষে আমরা কভাবে প্রস্তুত নিবি

প্রশ্ন

আমরা কভাবে রমজানের জন্য প্রস্তুত নিবি? এই মহান মাসে কোন আমলগুলো অধিক উত্তম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক :

প্রিয় ভাই, আপনি একটি ভাল প্রশ্ন করছেন। আপনি রমজান মাসের প্রস্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করছেন। এমন একটি সময়ে আপনি প্রশ্নটি করছেন যখন সিয়াম সম্পর্কে বহু মানুষেরে ধ্যান ধারণা পাল্টে গেছে। তারা এই মাসকে খাবার-দাবার, পান-পানীয়, মিষ্টি-মিষ্টান্ন, রাত জাগা ও স্যাটলোইট চ্যানলে উপভোগ করার মতসুম বানিয়ে ফেলেছে। এর জন্য তারা রমজান মাসের আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে; এই আশংকায় যে- কিছু খাদ্যদ্রব্য কোনো বাদ পড়ে যেতে পারে অথবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পতে পারে। এভাবে তারা খাদ্যদ্রব্য কোনো, হরকে রকম পানীয় প্রস্তুত করা এবং কী অনুষ্ঠান দেখবে, আর কী দেখবে না সটো জানার জন্য স্যাটলোইট চ্যানলেগুলোর প্রোগ্রামসূচী অনুসন্ধান করার মাধ্যমে এর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে। অথচ রমজান মাসের তাৎপর্য সম্পর্কে সত্যিকার অর্থই তারা অজ্ঞ। তারা এ মাসকে ইবাদত ও তাকওয়ার পরবর্ত্তে উদরপূর্ত্তি ও চক্ষুবলিসরে মতসুমে পরণিত করে।

দুই :

অপরদিকে কিছু মানুষ রমজান মাসের তাৎপর্য সম্পর্কে সচতেন। তারা শাবান মাস থেকেই রমজানের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এমনকি তাদের কটে কটে শাবান মাসের আগ থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

রমজানের জন্য প্রস্তুতির কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপে হল:

১. একনিষ্ঠভাবে তওবা করা :

তওবা করা সবসময় ওয়াজবি। তবে ব্যক্তি যহেতু এক মহান মাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাই অনতবিলিম্বে নজিরে মাঝে ও স্বীয় রবের মাঝে যে গুনাহগুলো রয়েছে এবং নজিরে মাঝে ও অন্য মানুষের মাঝে অধিকার ক্ষুণ্ণেরে যে বিষয়গুলো রয়েছে



সগেলো থেকে দ্রুত তওবা করে নয়ো উচতি। যাতে করে সে পূত-পবতির মন ও প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে এ মুবারক মাসে প্রবশে করতে পারে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর হে মুমনিগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর; যাতে করে সফলকাম হতে পার।” [২৪ আন-নূর : ৩১]

আল-আগারর ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةً مَرَّةً رواه مسلم (2702)

“হে লোকরো, আপনারা আল্লাহর কাছে তওবা করুন। আমি প্রতিদিন তঁর কাছে ১০০ বার তওবা করি।” [হাদিসটি বর্ণনা করছেন ইমাম মুসলিমি (২৭০২)]

২. দোআ করা:

কছু কছু সলফে সালহীন হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ৬ মাস আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেনে আল্লাহ তাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছান। রমজানের পর পাঁচ মাস দোয়া করতেন যেনে আল্লাহ তাঁদের আমলগুলো কবুল করে নেন।

তাই একজন মুসলিম তার রবের কাছে বনিয়াবনতভাবে দোয়া করবে যেনে আল্লাহ তাআলা তাকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখবে, উত্তম দ্বীনদারির সাথে রমজান পর্যন্ত হায়াত দেন। সে আরো দোয়া করবে আল্লাহ যেনে তাকে নকে আমলের ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। আরো দোয়া করবে আল্লাহ যেনে তার আমলগুলো কবুল করে নেন।

৩. এই মহান মাসে আসন্ন আগমনে খুশি হওয়া :

রমজান মাস পাওয়াটা একজন মুসলিমের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিয়ামত। যহেতে রমজান কল্যাণের মটসুম। যে সময় জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত রাখা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ রাখা হয়। রমজান হচ্ছে- কুরআনের মাস, সত্যমথিয়ার মধ্যে পার্থক্য রচনাকারী জিহাদি অভিযানগুলোর মাস। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ [10 يونس : 58]

“ধলুন, এটি আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়। সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক। এটি তারা যা সঞ্চেয় করে রাখতে তা থেকে উত্তম।” [১০ ইউনুস : ৫৮]

৪. কোন ওয়াজবি রোজা নজি দায়িত্ব থেকে থাকলে তা হতে মুক্ত হওয়া :

আবু সালামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন:

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ رواه البخاري (1849) ومسلم (1146)

‘আমার উপর বগিত রমজানরে রোজা বাকি থাকলে শা বান মাসে ছাড়া আমতি আদায় করতে পারতাম না।’ [হাদসিটি বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারী (১৮৪৯) ও ইমাম মুসলিম (১১৪৬)]

হাফযে ইবনে হাজার রাহমিহুল্লাহ বলেন: “আয়শো (রাঃ) এর শাবান মাসে কাযা রোজা আদায় পালনে সচেষ্ট হওয়া থেকে বধিান গ্রহণ করা যায় যে, রমজানরে কাযা রোজা পরবর্তী রমজান আসার আগই আদায় করে নতিে হবে।” [ফাতহুল বারী (৪/১৯১)]

৫. রোজার মাসালা-মাসায়লে জনে নয়ো এবং রমজানরে ফজলিত অবগত হওয়া।

৬. যে কাজগুলো রমজান মাসে একজন মুসলমানরে ইবাদত বন্দগৌতে প্রতবিন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে সেগুলো দ্রুত সমাপ্ত করার চেষ্টা করা।

৭. স্ত্রী-পুত্রসহ পরবাররে সকল সদস্যকে নিয়ে বসে রমজানরে মাসালা-মাসায়লে আলোচনা করা এবং ছোটদেরকেও রোজা পালনে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. যে বইগুলো ঘরে পড়া যায় এমন কিছু বই সংগ্রহ করা অথবা মসজদিরে ইমামকে হাদিয়া দয়ো যনে তিনি মানুষকে পড়া শুনাতো পারনে।

৯. রমজানরে রোজার প্রস্তুতস্বিরূপ শাবান মাসে কিছু রোজা রাখা:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ . رواه البخاري (1868) ومسلم (1156)

আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে সিয়াম পালন করতনে যে, আমরা বলতাম – তিনি আর সিয়াম ভুগ করবনে না এবং এমনভাবে সিয়াম ভুগ করতনে যে আমরা বলতাম – তিনি আর সিয়াম পালন করবনে না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রমজান ছাড়া অন্য কোন মাসরে গোট্টা অংশ রোজা পালন করতে দেখিনি এবং শাবান ছাড়া অন্য কোন মাসে অধিক সিয়াম পালন করতে দেখিনি।” [এটি বর্ণনা করছেন আল-বুখারী (১৮৬৮) ও মুসলিম (১১৫৬)]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ، قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ رواه النسائي



(2357) وحسنه الألباني في " صحيح النسائي "

উসামাহ ইবনে যায়দে (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: “আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনাকে শাবান মাসের মত অন্য কোন মাসে এত রোজা পালন করতে দেখিনি। তখন তিনি বললেন: “এটি রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী মাস। এ মাসের ব্যাপারে মানুষ গাফলে। অথচ এ মাসে বান্দাদের আমল রাব্বুল আলামীনকে কাছে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, রোজা পালনরত অবস্থায় আমার আমল উত্তোলন করা হোক।”[হাদিসটি বর্ণনা করছেন ইমাম নাসাঈ (২৩৫৭) এবং আলবানী একে ‘সহীহুন নাসাঈ’ গ্রন্থে হাসান বলছেন।]

এ হাদিসে শাবান মাসে রোজা পালনের হকেমত (গুট রহস্য) বর্ণনা করা হয়েছে। সে হকেমত হচ্ছে- এ মাসে বান্দার আমলগুলো উত্তোলন করা হয়। জনকে আলমে আরো একটি হকেমত উল্লেখ করছেন সটো হচ্ছে- শাবান মাসে রোজা যেনে ফরজ নামাজের আগে সুন্নত নামাজের তুল্য। এই সুন্নতের মাধ্যমে ফরজ পালনের জন্য আত্মাকে প্রস্তুত করা হয় এবং ফরজ পালনের জন্য প্ররোণা তৈরি করা হয়। একই হকেমত রমজানের পূর্বে শাবানের রোজার ক্ষেত্রেও বলা যতে পারে।

১০. কুরআন তলোওয়াত করা

সালামাহ ইবনে কুহাইল বলছেন: “শাবান মাসকে তলোওয়াতকারীদের মাস বলা হত।” শাবান মাস শুরু হলে আমার ইবনে কায়সে তাঁর দোকান বন্ধ রাখতেন এবং কুরআন তলোওয়াতের জন্য অবসর নতিনে।

আবু বকর আল-বালখী বলছেন: “রজব মাস হল- বীজ বপনের মাস। শাবান মাস হল- ক্ষেতে সচে প্রদানের মাস এবং রমজান মাস হল- ফসল তোলার মাস।” তিনি আরও বলছেন: “রজব মাসের উদাহরণ হল- বাতাসের ন্যায়, শাবান মাসের উদাহরণ হল- মঘেরে ন্যায়, রমজান মাসের উদাহরণ হল- বৃষ্টির ন্যায়। তাই যে ব্যক্তি রজব মাসে বীজ বপন করল না, শাবান মাসে সচে প্রদান করল না, সে কভাবে রমজান মাসে ফসল তুলতে চাইতে পারে?”

এখন তো রজব মাস গত হয়ে গেছে। আপনি যদি রমজান মাস পতে চান তাহলে শাবান মাসের জন্য আপনার কি পরিকল্পনা? এই হল এই মুবারক মাসে আপনার নবী ও উম্মতের পূর্ববর্তী প্রজন্মের অবস্থা। এই সমস্ত আমল ও মর্যাদাপূরণ কাজের ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান কী হবে!!

তৃতীয়ত:

রমজান মাসে একজন মুসলমিরে কী কী আমল করা উচিত সে সম্পর্কে জানতে (26869) ও (12468) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

আল্লাহই তাওফিক দাতা।